চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় দুইজন নিহত

চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর মহাসড়কের আলুকদিয়া বাজার এলাকায় বাসের ধাক্কায় দুইজন নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুর সাড়ে ১টার দিকে আলুকদিয়া বাজারের অদূরে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা সদরের আলুকদিয়া ইউনিয়নের মনিরামপুর গ্রামের কাছারিপাড়ার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পারভীনা খাতুন (৪৫) এবং একই এলাকার ভ্যানচালক রমজান (২৮), তিনি আব্দুর রহমানের ছেলে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন পারভীনার পুত্রবধূ আনিকা খাতুন (১৮) এবং রাজাপুর গ্রামের ইসরাত জাহান (২৬)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে একটি পাখিভ্যান তিনজন যাত্রী নিয়ে আলুকদিয়ার দিকে যাচ্ছিল। আলুকদিয়া বাজারের নিকটে পৌঁছালে চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা মেহেরপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস পেছন দিক থেকে ভ্যানটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান পারভীনা খাতুন। গুরুতর আহত ভ্যানচালক রমজান ও অন্যান্য যাত্রীদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

সদর হাসপাতাল থেকে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রমজানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে পরিবারের সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে চুয়াডাঙ্গার নয়মাইল এলাকায় শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে পুনরায় সদর হাসপাতালে ফেরত আনেন। বিকেল ৪টায় জরুরি বিভাগে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার পর বাসচালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস স্থানীয়দের সহায়তায় উল্টে থাকা বাসের নিচ থেকে পারভীনার মরদেহ উদ্ধার করে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, ঘাতক বাসটি জব্দ করা হয়েছে। নিহতদের ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল পথচারীর

মেহেরপুরে বিআরটিসির একটি বাসের ধাক্কায় শরিফুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ৭টার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের শহরের ব্রাক অফিসের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শরিফুল ইসলাম শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার খাদেমুল ইসলামের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, সকালে শরিফুল ইসলাম মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়ক পার হওয়ার সময় মেহেরপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া বিআরটিসির একটি বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এসময় তিনি সড়ক ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহটি উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের টিম লিডার শামীম হোসেন জানান, স্থানীয়দের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে এসে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেছবাহ উদ্দিন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতলের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে

বাসের ধাক্কায় একই পরিবারের পাঁচজন নিহত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচজন নিহত হয়েছেন।গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ঢাল এলাকার কক্সবাজার - চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মালুমঘাট হাইওয়ে পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন —কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার বাটিসা এলাকার আমিনুল হকের স্ত্রী ফারজানা মজুমদার লিজা (২৫), আমিনুলের মা রুমেনা বেগম (৬০), বোন সাদিয়া হক (২৪), শাশুড়ি রিজওয়ানা ইসলাম (৫০) এবং শ্যালিকা ফারহানা মজুমদার (২৪)। তাদের মধ্যে সাদিয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ফারহানা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী।

দুর্ঘটনায় আমিনুল হক, তার বাবা এনামুল হক এবং ছয় বছর বয়সী ছেলে সাদমান আহত হন।

ওসি মেহেদী হাসান জানান, চৌদ্দগ্রাম থেকে আমিনুল হকের পরিবার মাইক্রোবাসে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার পথে সকাল প্রায় ৯টার দিকে চট্টগ্রামগামী মার্সা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন এবং আরও পাঁচজন আহত হন।

আহতদের নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক আরও ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকিরা চিকিৎসাধীন বলে জানান ওসি।

ঢাকা -ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে

বাস উল্টে ১৫ যাত্রী আহত

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শরিয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা এলাকায় প্রবল বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাকুরা পরিবহণের একটি বাস উল্টে অন্তত ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার (০১ নভেম্বর) রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার ফলে এক্সপ্রেসওয়েতে প্রায় এক ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা সাকুরা পরিবহণের বাসটি নাওডোবা এলাকায় পৌঁছালে প্রবল বৃষ্টির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এতে বাসটি মহাসড়কের ওপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় বাসের অন্তত ১৫ জন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনায় আহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

দুর্ঘটনার কারণে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের ওই অংশে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর রেকারের সাহায্যে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি সরিয়ে নেওয়া হলে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহিরুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে শিবচর হাইওয়ে থানা পুলিশ, পদ্মা সেতু উত্তর থানা পুলিশ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সূত্র: যুগান্তর।

চুয়াডাঙ্গায় বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার জাফরপুরে বিজিবি ক্যাম্পের সামনে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা খান পরিবহন নামে একটি যাত্রীবাহী বাস চুয়াডাঙ্গা পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহগামী একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি মোটরসাইকেল ও একটি ইজিবাইককে চাপা দিয়ে সরাসরি বিজিবি হাসপাতালের প্রাচীরে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঘটনাস্থলেই নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাজরাহাটি গ্রামের হাজী পাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে মাহফুজুর রহমান। দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত তুহিনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বরিশাল থেকে আসা বাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহফুজুর রহমান চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার লাইব্রেরিয়ান মাসুদুর রহমানের ছোট ভাই এবং চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের রসায়ন বিভাগের ল্যাব সহকারী মুস্তাফিজুর রহমানের ছোট ভাই।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে এবং দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করে। তবে বাসচালক ও তার সহকারী দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যায়।পুলিশ জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাসটির ব্রেকফেল হওয়ার কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

মহেশপুরে ইউএনও’র গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী একটি বাসের সংঘর্ষে গাড়িচালক আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মহেশপুর উপজেলার বারোমাসি ব্রিজের পাশে কালিগঞ্জ -জীবননগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইউএনও খাদিজা আক্তারের ব্যবহৃত সরকারি গাড়িটি সার্ভিসিংয়ের জন্য কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এসিল্যান্ডের ড্রাইভার শাওন হোসেন। বারোমাসি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শাপলা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইউএনও’র গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক শাওন হোসেন আহত হন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। বাসটিকে আটক করা হয়েছে।’ এই ঘটনায় এখনো মামলা দায়ের হয়নি।

ঝিনাইদহে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, আহত ৬

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়, এতে অন্তত ছয়জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৯ এপ্রিল) সকালে উপজেলার নস্তি এলাকার একটি ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনের একটি বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এসময় বাসে থাকা যাত্রীদের মধ্যে অন্তত ছয়জন যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মহেশপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার আসহাবুস শহীদ বলেন, আহতদের মধ্যে চারজন চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে গেছেন। দুজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আহতদের অবস্থা গুরুতর নয়।

চুয়াডাঙ্গায় বাস-পাখিভ্যানের সংঘর্ষে পাখিভ্যান চালকসহ নিহত-২

চুয়াডাঙ্গায় অজ্ঞাত বাস-পাখিভ্যানের সংঘর্ষে পাখিভ্যান চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নয় মাইল নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন - সদর উপজেলা কুতুবপুর গ্রামের পাখিভ্যান চালক আব্দুর রাজ্জাক (৬০), ও পাখিভ্যানের যাত্রী চাল ব্যবসায়ী মাহম্মদজমা গ্রামের খন্দারপাড়ার সারোয়ার হোসেন (৭০)।

স্থানীয়রা জানান, দুই জন ব্যক্তি সিন্দুরিয়া থেকে চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদাহ মহাসড়ক দিয়ে সরোজগঞ্জ বাজারে দিকে যাচ্ছিলেন।

তারা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নয় মাইল বাজারের নিকট পৌঁছলে চুয়াডাঙ্গা থেকে ছেড়ে আসা অজ্ঞাত একটি গাড়ির ধাক্কা লাগে। এ সময় তারা উভয় সড়কের ওপর ছিটকে পড়লে তাদেরকে পিষ্ট করে অজ্ঞাত গাড়িটি দ্রুত সটকে পড়ে। অন্ধকার থাকায় গাড়িটি সনাক্ত সম্ভব হয়নি। পরে স্থানীয়রা ও চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান জানান, দুর্ঘটনায় দুজন নিহতের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাসের ধাক্কায় চৈতন্য পাল (৪০) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। তিনি ফাজিলপুর গ্রামের কার্তিক পালের ছেলে।

রবিবার সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের পাশে মাঠের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চৈতন্য পাল পেশায় ভ্যানচালক। তিনি সকালে পাতবিলা থেকে কলা নিয়ে সাবদারপুর বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এলাঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে পৌঁছালে একটি দ্রুতগামী বাস তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ধাক্কায় ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার মাহাবুবুর রহমান জানান, সকাল ৯টার দিকে চৈতন্য পালকে হাসপাতালে আনা হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নিহতের চাচাতো ভাই তারিফ জানান, দুর্ঘটনাটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে হওয়ায় প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না। ফলে কোন বাসটি ধাক্কা দিয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে কিছুটা দূরে থাকা লোকজন জানিয়েছেন, ওই সময় ‘হাজী ডিলাক্স’ ও ‘দর্শনা ডিলাক্স’ নামের দুটি বাস ঘটনাস্থল অতিক্রম করেছিল।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার এসআই আল আমিন জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি মূল সড়কের ওপর চৈতন্য পালের মরদেহ পড়ে রয়েছে। পরে তার স্বজনদের সহায়তায় মরদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনাটি সকাল বেলা এবং ফাঁকা এলাকায় ঘটায় কোন বাস ধাক্কা দিয়েছে, তা এখনও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

নিহত চৈতন্য পাল ছিলেন পিতার একমাত্র ছেলে এবং দুই সন্তানের জনক।

তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুষ্টিয়ায় বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে দুজন নিহত, আহত ১

কুষ্টিয়ায় যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে নয়ন ইসলাম (৩০) ও রনি ইসলাম (২৫) নামে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মিজানুর রহমান নামে আরেক ব্যক্তি।

শনিবার (১২ এপ্রিল) সকাল বেলায় সদর উপজেলার বটতৈল এলাকায় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের বটতৈল জিএসএম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নয়ন ইসলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামের বাসিন্দা এবং রনি ইসলাম পার্শ্ববর্তী শালঘর-মধুয়া এলাকার বাসিন্দা। আহত মিজানুর রহমানও দুর্বাচারা গ্রামের। তারা তিনজনই কুষ্টিয়ার বিআরবি গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কিয়াম মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজে কর্মরত ছিলেন।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশের এসআই জয়দেব জানান, সকালে একটি মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন নয়ন, রনি ও মিজানুর। বটতৈল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গড়াই পরিবহনের একটি দ্রুতগতির বাস তাদের চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই নয়ন ও রনি মারা যান এবং মিজানুর গুরুতর আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র কর্মকর্তা আরদেশ আলী জানান, তিনজন একটি মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে মোটরসাইকেলটি রাস্তার উল্টো পাশে চলে যায় এবং বিপরীত দিক থেকে আসা গড়াই পরিবহনের বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

নিহতদের মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।